ছোটদের নবি রাসুল সিরিজ

আদম
এলেন দুনিয়াতে

হোসাইন-এ-তানভীর

ইদরীস
ইদরীসের হাতে প্রথম কলম

নূহ
ভেসে চলল নূহের নৌকা

হূদ
ঘূর্ণিঝড়ের কবলে আদ-জাতি

সালিহ
সালিহ পেলেন মু'জিযার উটনী

সত্যায়ন™
প্রকাশন

আদম হলেন প্রথম মানুষ ৪

প্রথম মানুষ ছিলেন আদম (আলাইহিস সালাম)। আল্লাহ নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছেন। সকল সৃষ্টির মাঝে মানুষই সুন্দরতম আকৃতির অধিকারী। আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম)-কে বানিয়েছেন মাটি দিয়ে। এই মাটি নেওয়া হয়েছে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে। মাটির অনেক রং। কোনোটি সাদা, কোনোটি লাল আবার কোনোটি কালো। আবার কোনোটির রং মাঝামাঝি। আদম-সন্তানের স্বভাবও মাটির মতন। কেউ নরম, কেউ গরম! কেউ মন্দ, কেউ ভালো! কেউ সাদা, কেউ কালো!

আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে অনেক রকম মাটি থেকে। প্রথমে নেওয়া হয়েছিল 'তুরাব' বা ধুলামাটি। এরপর তাতে মেশানো হলো পানি। তখন এটা হয়ে গেল 'তীন' বা কাদামাটি। কিছুক্ষণ পর কাদামাটি শুকিয়ে আঠালো হয়ে গেল। আরেকটু পর কাদামাটির রং ও গন্ধ গাঢ় হলো। তখন মাটিটা কালো দেখাচ্ছিল। খুবই মসৃণ ছিল মাটিটা। এরপর সেটা শুকিয়ে ঠনঠনে হয়ে যায়। এভাবেই বানানো হয়েছে আমাদের পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে। তখনো কিন্তু আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দেহে প্রাণ দেওয়া হয়নি! নিষ্প্রাণ পড়ে ছিল মাটির দেহটা।

এরপর আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দেহে 'রূহ' বা প্রাণ ফুঁকে দিলেন। দেহে রূহ প্রবেশের সাথে সাথে আদম (আলাইহিস সালাম) হাঁচি দিলেন। আর বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর!'

জবাবে আল্লাহ বললেন, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। মানে 'হে আদম! তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!'

এটাই ছিল আমাদের পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর জীবনের প্রথম ঘটনা।

শয়তান দিলো বিরাট ধোঁকা ৫

আদম ﷺ ছিলেন জান্নাতে। সেখানে আনন্দের কোনো শেষ নেই। মন যা চায়, তা-ই পাওয়া যায়! কিন্তু আদম ﷺ ছিলেন একা। তাই আদমের জন্য আল্লাহ একজন সাথি বানালেন। আদমের দেহের পাঁজর থেকে সৃষ্টি করলেন হাওয়াকে। তিনি হলেন আদমের স্ত্রী।

এরপর আল্লাহ বললেন, 'তোমরা দুজন জান্নাতে থাকো। যা খুশি খাও। কিন্তু এই গাছের কাছে যেয়ো না।'

আদম ﷺ ও তার স্ত্রী জান্নাতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ওদিকে ইবলীস সুযোগ খুঁজছিল। সে আদম ﷺ ও তার স্ত্রীকে ধোঁকা দিতে চাইল। তাদেরকে 'ওয়াস্‌ওয়াসা' বা কুপরামর্শ দিলো। ইবলীস বলল, 'এই গাছের ফল খেলে তোমরা কখনো মরবে না! এমন রাজত্ব পাবে, যা কখনো শেষ হবে না! তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে। আর এখানে থাকতে পারবে চিরকাল। এজন্যই এই গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমি তোমাদের বন্ধু! আমি তোমাদের ভালো চাই!'

এই বলে শয়তান তাদের দুজনকে ধোঁকা দিলো। তারা নিষিদ্ধ গাছের কাছে গেলেন এবং এর ফল খেলেন। কিন্তু কই! তারা তো ফেরেশতা হলেন না! কোনো রাজত্বও পেলেন না! বরং খুলে পড়ে গেল তাদের জান্নাতি পোশাক! তখন গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগলেন তারা।

আদম ও তার স্ত্রী হাওয়া বুঝতে পারলেন, তারা বিরাট এক ধোঁকায় পড়েছেন!

নূহ আলাইহিস সালাম

দুনিয়ায় এলেন প্রথম রাসূল

৯

একসময় পৃথিবীর সবাই ছিল মুসলিম। কেউ আল্লাহ বাদে অন্য কারও ইবাদাত করত না। এভাবেই কেটে যায় অনেকগুলো বছর। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল গুনাহগার মানুষের সংখ্যা। আর কমতে লাগল নেককার ব্যক্তিদের সংখ্যা। একসময় তারাও মারা গেলেন। তখন মানুষকে কুবুদ্ধি দিলো শয়তান। বলল, 'এসব ভালো মানুষরা তো মরে গেছে। এখন তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে করাবে কে? তোমরা এক কাজ করো। তাদের নামে মূর্তি বানাও। মূর্তিগুলো দেখলেই তাদের কথা মনে পড়বে। তখন আল্লাহর ইবাদাতের ইচ্ছা জাগবে!'

শয়তান কিন্তু খুব চালাক! সে প্রথমেই কাউকে মূর্তিপূজা করতে বলেনি। শুধু বলল, 'মূর্তি বানাও।' লোকেরা না বুঝে তা-ই করল। এভাবে কেটে গেল আরও কিছু বছর।

এরপর মূর্তি-বানানো লোকেরাও মরে গেল। এল আরেকটি প্রজন্ম। তারা জানত না, এই মূর্তিগুলো কেন বানানো হয়েছিল। তখন শয়তান আবার ধোঁকা দিলো তাদেরকে। সে বলল, 'তোমাদের বাপ-দাদারা তো এই মূর্তিগুলোরই পূজা করত। তোমরা এদের পূজা করছো না কেন? বিপদ-আপদে এদেরকে ডাকো! এদের কাছে সাহায্য চাও!'

লোকেরা তা-ই করতে লাগল! এটাই ছিল পৃথিবীর প্রথম শিরক ও মূর্তিপূজা। এরপর এদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ রাসূল বানিয়ে পাঠালেন নূহ আলাইহিস সালাম-কে। তিনিই পৃথিবীর প্রথম রাসূল। যে নবিকে নতুন নিয়মকানুন বা 'শরীয়ত' দেওয়া হয়, তাকেই বলে রাসূল। আল্লাহ অনেক রাসূল পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান হলেন পাঁচজন। তাঁরা হলেন নূহ, ইবরাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ। আলাইহিমুস সালাম।

আলোচনাটি বুখারি, ৪৯২০ এবং ৬৫৬৫ নং হাদীস অবলম্বনে সাজানো হয়েছে।

আদ জাতি করল বড়াই ১২

মহাপ্লাবনের পর আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করলেন আদ জাতিকে। এরা ছিল খুবই শক্তিশালী। সবাই ছিল লম্বা-চওড়া ও সুঠামদেহী। ওদের সম্পদও ছিল অনেক। প্রচুর গবাদি পশু, খেতখামার ও ঝরনা ছিল। সব পরিবারেই ছিল অনেক ছেলেমেয়ে। কিন্তু এতকিছু পেয়েও ওরা আল্লাহকে মানত না। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করত না।

ওরা ছিল মুশরিক। পাথরের মূর্তি বানিয়ে সেগুলোর পূজা করত। মহাপ্লাবনের পর এরাই আবার মূর্তিপূজা চালু করে দুনিয়াতে। এরা পরকালেও বিশ্বাস করত না। অযথা সম্পদের অপচয় করত। উঁচু স্থাপনা নির্মাণে পারদর্শী ছিল তারা। বড় বড় সৌধ বানাত পাহাড়ের ওপর। আর নিজেরা থাকত বিশাল বিশাল প্রাসাদে। এসব দেখলে মনে হতো, ওরা যেন দুনিয়াতেই চিরকাল থাকবে।

আদ জাতি ছিল খুবই অত্যাচারী। আশপাশের এলাকায় হামলা করে সবকিছু তছনছ করে দিত। সবাই আদ জাতির লোকদের ভয় পেত। কিন্তু ওরা কাউকে ভয় করত না! এমনকি আল্লাহকেও না! ওরা বড়াই করে বলত, 'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে!'

হূদ ছিলেন ওদেরই একজন। আল্লাহ তাকে রাসূল বানালেন। তিনি দাওয়াত দিলেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না?'

এ কথা শুনে খেপে উঠল সমাজের নেতারা। ওরা বলল, 'আমাদের দেবতারা তোমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে।' হূদ বললেন, 'আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করি। আর ওসব দেব-দেবীর তো কোনো অস্তিত্বই নেই।'

ছোটদের নবি রাসুল সিরিজ

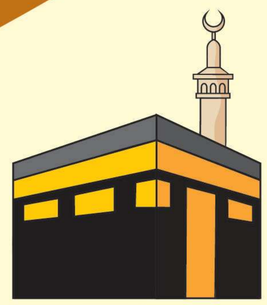

ইবরাহীম

বানালেন আল্লাহর ঘর

হোসাইন-এ-তানভীর

ইসমাঈল
মরুভূমিতে পেলেন যমযম কূপ

ইসহাক
যার জন্মে হেসেছেন মা

লূত
পাথরে ধ্বংস
সাদুম-জাতি

শুআইব
মাদইয়ানে হলো
ভয়ানক বজ্রপাত

সত্যায়ন™
প্রকাশন

চারটি পাখি জীবন পেল

৩

ইবরাহীম ﷺ জানেন, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জীবন-মৃত্যুর মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবন দেন, যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দেন। কিন্তু কীভাবে দেন? এটা ভেবে আশ্চর্য হতেন ইবরাহীম। তাই তিনি বললেন, 'আল্লাহ, আমাকে দেখান, আপনি কীভাবে মৃতকে জীবন দেন!'

আল্লাহ বললেন, 'তা হলে চারটি পাখি ধরে আনো। সেগুলোকে পোষ মানাও। এরপর পাখিগুলোকে জবাই করো। কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলো পাখিগুলোকে। একেক টুকরো রেখে এসো একেক পাহাড়ের ওপর। এরপর ডাক দাও পাখিগুলোকে! দেখবে, ওরা দৌড়ে চলে আসছে তোমার কাছে! জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাজ্ঞানী!'

ইবরাহীম ﷺ তা-ই করলেন। চারটি পাখি ধরে আনলেন। সেগুলোকে পোষ মানালেন। এরপর জবাই করলেন পাখিগুলোকে। একটি পাখির গোশতের সাথে মিশিয়ে ফেললেন আরেকটি পাখির গোশত। সেগুলো আলাদা করার কোনো উপায় রইল না। এরপর গোশতগুলোকে চার ভাগ করলেন। একেক ভাগ রেখে আসলেন একেক পাহাড়ের ওপর। এরপর ডাক দিলেন পাখিগুলোকে। সুবহানাল্লাহ! মুহূর্তের মধ্যেই পাখিগুলো উড়ে এল ইবরাহীম ﷺ-এর কাছে!

আল্লাহর শক্তির নমুনা দেখে অন্তরে প্রশান্তি পেলেন ইবরাহীম ﷺ। আরও মজবুত হলো তার ঈমান। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা আরও বেড়ে গেল তার।

আলোচনাটি সূরা বাকারা, ২ : ২৬০ নং আয়াত অনুসারে সাজানো হয়েছে।

সব নবির পিতা যিনি ৭

ইবরাহীম ﷺ ছিলেন নিঃসন্তান। কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না তার। এভাবেই কেটে গেল ৮৬ বছর। খুবই বৃদ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। তবুও আশা হারালেন না ইবরাহীম। তিনি সব সময় দুআ করে বলতেন, 'আল্লাহ! আমাকে একটি নেক সন্তান দাও!'

একদিন ইবরাহীমের স্ত্রী সারাহ বললেন, 'আপনি চাইলে হাজেরাকে বিয়ে করতে পারেন।'

সন্তান লাভের আশায় হাজেরাকে বিয়ে করলেন ইবরাহীম। এবার কবুল হলো ইবরাহীমের দুআ। হাজেরার গর্ভে জন্ম নিলেন ইসমাঈল ﷺ। ইসমাঈল ছিলেন খুবই শান্ত, সহনশীল আর বুদ্ধিমান। আল্লাহ তাকে বলেছেন, غُلَامٌ حَلِيمٌ—মানে 'একজন সহনশীল বা ধৈর্যশীল পুত্র'।

কয়েক বছর পর সারাহ ﷺ-ও মা হলেন। তার গর্ভে জন্ম নিলেন ইসহাক ﷺ। ইসহাকের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, غُلَامٌ عَلِيمٌ—মানে 'একজন জ্ঞানী পুত্র'।

সন্তান পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন ইবরাহীম ﷺ। তিনি বললেন, 'আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা। যিনি এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাকের মতো পুত্র দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমার রব দুআ শোনেন।'

'ইসহাকের সন্তান হবেন ইয়াকুব, তিনিও একজন নবি হবেন'—এই সুখবরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইবরাহীমকে।

বন্ধুরা! ইবরাহীম ﷺ-এর পরে যত নবি-রাসূল এসেছেন, সবাই ছিলেন তার বংশধর। তাই ইবরাহীম ﷺ-কে বলা হয় 'আবুল আম্বিয়া' বা নবিদের পিতা।

আলোচনাটি সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩৯ নং আয়াত এবং তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭/২৭ অবলম্বনে সাজানো হয়েছে।

এক নজরে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর সফর

৮

সারাটা জীবন হিজরত আর সফরেই কাটিয়েছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। সবই করেছেন আল্লাহর নির্দেশে।

১. তার জন্ম ইরাকের উর শহরে।

২. বড় হয়েছেন বাবেল শহরে। এখানকার লোকেরাই তাকে আগুনে ফেলেছিল। এই এলাকার রাজা ছিল অত্যাচারী নমরুদ।

৩. এরপর তিনি হিজরত করেন শামের হাররানে। ওখানকার লোকেরা ছিল তারকা-পূজারি।

৪. এরপর যান মিসরে। মিসরের দুষ্ট রাজা বন্দি করেছিল সারাহকে। এরপর সে সারাহকে ছেড়ে দেয়। আর সারাহ'র খেদমতের জন্য উপহার দেয় হাজেরাকে। পরে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হাজেরাকে বিয়ে করেন।

৫. স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম -কে রেখে আসেন মক্কায়। মাঝে মাঝে তিনি ছেলেকে দেখতে সেখানে যেতেন। এরপর বাবা আর ছেলে মিলে নির্মাণ করেন কা'বাঘর।

৬. জীবনের বাকি সময়টা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকেছেন ফিলিস্তিনের জেরুজালেম ও হেবরন এলাকায়। এই ফিলিস্তিনের আগের নাম ছিল কেনান।

শুআইব

ওজনে কম দেওয়ার শাস্তি

১৪

শুআইব ﷺ ছিলেন মাদইয়ানের বাসিন্দা। মাদইয়ান ছিল একটি ব্যবসায়িক এলাকা। দূর-দূরান্তের লোকেরা ব্যবসা করতে যেত মাদইয়ানের ওপর দিয়ে। তাই প্রচুর কেনাবেচা হতো ওই এলাকায়। এভাবে অনেক সম্পদের মালিক হয়ে গেল মাদইয়ানবাসী। তবুও ওদের মন ভরল না।

মাদইয়ানের লোকেরা ছিল লোভী আর অত্যাচারী। ব্যবসা করতে গিয়ে মানুষকে ঠকাত। ওজনে আর মাপে কম দিত। অন্য এলাকার ব্যবসায়ীদের থেকে জোর করে ট্যাক্স নিত। পথে-ঘাটে ওত পেতে বসে থাকত ডাকাতি করার জন্য। সুযোগ পেলেই কাফেলা লুট করত। আর কেড়ে নিত সব মালামাল।

এরচেয়েও বড় কথা, ওরা ছিল মুশরিক। ওদের একদল মূর্তিপূজা করত, আরেকদল একটি গাছের পূজা করত। গাছটির নাম ছিল 'আইকা'। তাই ওদেরকে 'আসহাবুল আইকা' বা আইকাবাসী-ও বলা হয়।

শুআইব ﷺ প্রথমে তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন।

তিনি বললেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।'

এরপর বললেন, 'তোমরা মাপ আর ওজন ঠিকমতো দিয়ো। মানুষকে ঠকিয়ো না। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম!'

শুআইব ﷺ ছিলেন 'খতীবুল আম্বিয়া'। মানে, নবিদের মধ্যে সেরা বক্তা। তিনি খুবই সহজ ও সুন্দর ভাষায় দাওয়াত দিতে লাগলেন মাদইয়ানবাসীকে। অথচ ওরা বলল, 'তুমি এসব কী বলছো, আমরা তো তোমার কোনো কথাই বুঝি না!'

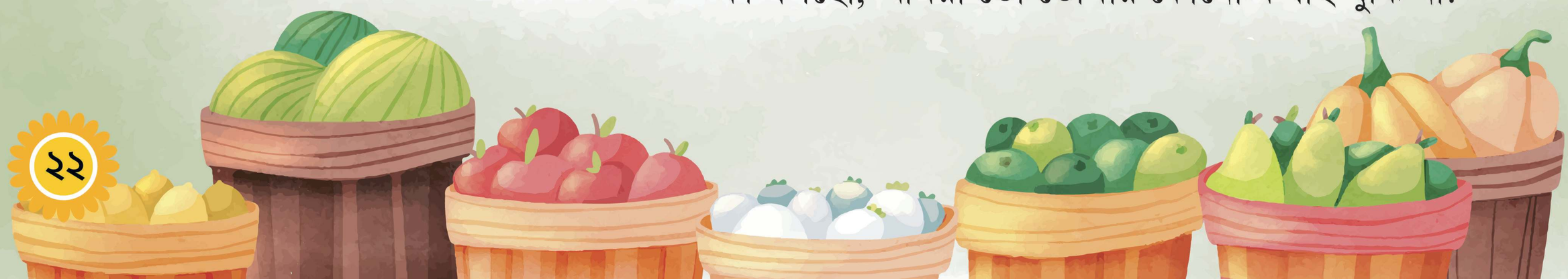

ছোটদের নবি রাসুল সিরিজ ০৩

ইউসুফ

দেখলেন অবাক স্বপ্ন

হোসাইন-এ-তানভীর

ইয়াকুব

কাঁদতেন যিনি ছেলের শোকে

সত্যায়ন™
প্রকাশন

ইতিহাস শুনি বনী ইসরাঈলের ২

একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো ফিলিস্তিনে। তখন ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) ও তার ছেলেরা হিজরত করে চলে গেলেন মিসরে। এরপর তারা সেখানেই থাকতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তারা সবাই মারা গেলেন। এল নতুন বংশধর। এরপর তারাও মারা গেল। এল আরেকটি প্রজন্ম। এভাবেই চলতে লাগল কয়েক শ বছর।

একসময় বনী ইসরাঈলিদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেল। তখন মিসরের লোকেরা অত্যাচার শুরু করল বনী ইসরাঈলের ওপর। তাদেরকে এই নির্যাতন থেকে বাঁচাতে আল্লাহ নবি বানিয়ে পাঠালেন মুসা (আলাইহিস সালাম)-কে। তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে হিজরত করলেন। আর মিসর ছেড়ে চলে এলেন ফিলিস্তিনের কাছাকাছি।

তখন ফিলিস্তিনে থাকত একটি অত্যাচারী জাতি। ওদের নাম আমালিকা। এ কারণে ফিলিস্তিনের ভেতরে ঢোকার সাহস করল না বনী ইসরাঈল। আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, 'ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো!' কিন্তু এতে রাজি হলো না বনী ইসরাঈল! তাই আল্লাহ শাস্তি দিলেন ওদেরকে। ৪০ বছর ধরে মরুভূমিতে বন্দি রইল বনী ইসরাঈলের লোকেরা।

একসময় মারা গেলেন মুসা (আলাইহিস সালাম)। তার মৃত্যুর পর নবি হলেন ইউশা ইবনু নূন (আলাইহিস সালাম)। এবার তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করল বনী ইসরাঈল। আর জয় করল ফিলিস্তিন।

সেই থেকে ফিলিস্তিনেই বাস করতে লাগল বনী ইসরাঈল। যতদিন ওরা আল্লাহর আদেশ মেনে চলেছে, ওরাই ছিল ফিলিস্তিনের ক্ষমতায়। আর যখন থেকে আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করেছে, আল্লাহ ওদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। একের পর এক অত্যাচারী রাজা এসে ধ্বংস করে দিয়েছে ফিলিস্তিন। এভাবেই চলেছে যুগের পর যুগ।

ইউসুফ

অবাক-করা সেই স্বপ্ন

৪

ইয়াকুব ﷺ -এর ছিল বারোজন ছেলে। ছেলেদের খুবই ভালোবাসতেন তিনি। তাদের মধ্যে দশজন ছিল বড়। আর দুজন ছিল ছোট। বড় দশ ভাই ছিল এক মায়ের সন্তান। আর ছোট দুই ভাই ছিল অন্য মায়ের সন্তান। বড় ভাইয়েরা ভাবত, বাবা বুঝি ছোট দুজনকেই বেশি ভালোবাসেন! তাই তারা হিংসে করত ছোট দুই ভাইকে। সেই দুজনের একজন ছিলেন ইউসুফ ﷺ। আরেকজন ছিলেন বিনইয়ামীন। অথচ ইয়াকুব ভালোবাসতেন তার বারো ছেলেকেই।

ছোটবেলায় ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটি দেখেই ছুটে গেলেন বাবা ইয়াকুব ﷺ -এর কাছে। তাকে বললেন, 'বাবা! আমি স্বপ্নে দেখেছি, এগারোটি নক্ষত্র আর চন্দ্র-সূর্য সাজদা করছে আমাকে!'

এ কথা শুনে ইয়াকুব বললেন, 'ছেলে আমার! এই স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদেরকে বলো না। তা হলে ওরা চক্রান্ত করবে তোমার বিরুদ্ধে!'

এরপর ইউসুফের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন ইয়াকুব ﷺ। তিনি বললেন, 'ইউসুফ! আল্লাহ তোমাকে নবি বানাবেন। যেভাবে নবি বানিয়েছেন তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে।'

এই ঘটনার পর থেকে ইউসুফকে আরও দেখেশুনে রাখতেন ইয়াকুব ﷺ। যেন হিংসুক ভাইয়েরা ইউসুফের কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

রাজা দেখল আজব স্বপ্ন ৮

একদিন মিসরের রাজা একটি আজব স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন, সাতটি শুকনো গাভি খেয়ে ফেলছে সাতটি মোটাতাজা গাভিকে। আরও দেখলেন গমের সাতটি সবুজ শিষ ও সাতটি শুকনো শিষ।

রাজা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন মন্ত্রীদের কাছে। কিন্তু কেউ এর ব্যাখ্যা দিতে পারল না। ওরা বলল, ‘এই স্বপ্নের কোনো অর্থ নেই। এটা আপনার মনের কল্পনা!’

কিন্তু রাজা এতে খুশি হতে পারলেন না। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি।

দরবারে একলোক রাজাকে মদ খাওয়াত। কিছুদিন আগেই সে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেলখানায় তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলেছিলেন। রাজ-দরবারে স্বপ্নের কথাবার্তা শুনে লোকটির মনে পড়ে গেল ইউসুফের কথা। সে বলল, ‘আমি এর ব্যাখ্যা বলতে পারব। আমাকে ইউসুফের কাছে যেতে দিন!’

লোকটি কারাগারে গেল। সে দেখা করল ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর সাথে। লোকটি বলল, ‘হে সত্যবাদী! হে ইউসুফ! সাতটি শুকনো গাভি খেয়ে ফেলছে সাতটি মোটাতাজা গাভিকে। আর আছে সাতটি সবুজ শিষ ও সাতটি শুকনো শিষ—আপনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন!’

ইউসুফ আলাইহিস সালাম চাইলে বলতে পারতেন, ‘আগে আমাকে মুক্তি দাও কারাগার থেকে। নইলে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলব না!’ কিন্তু তিনি এমন কোনো শর্ত দিলেন না। আসলে আল্লাহর নবিদের মন অনেক উদার। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি তারা দয়াশীল। তাই শর্ত ছাড়াই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন তিনি।

স্বপ্ন হলো সত্যি ১০

দুর্ভিক্ষ চলতে লাগল। ভাইদের সাথে-থাকা-খাবার এক সময় ফুরিয়ে এল। নিরুপায় হয়ে আবার মিসরে এল ওরা। এবার খাবার কেনার মতো কিছুই ছিল না ওদের সাথে। অবস্থা একেবারে শোচনীয়। ইউসুফ আলাইহিস সালাম -এর কাছে এসে খাবার ভিক্ষা চাইতে লাগল ওরা। ভাইদের দুরবস্থা দেখে দয়া হলো ইউসুফের মনে।

তিনি বললেন, 'তোমাদের কি মনে আছে? ইউসুফের সাথে তোমরা কী করেছিলে?'

হঠাৎ ইউসুফের নাম শুনে চমকে উঠল ভাইয়েরা। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল সিংহাসনে-বসা আযীযের দিকে। ওরা বলল, 'তবে কি তুমিই ইউসুফ!'

ইউসুফ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ! আর এই হলো আমার আপন ভাই বিনইয়ামীন! আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করেছেন। যারা আল্লাহকে ভয় করে আর সবর করে, আল্লাহ তাদের বিনিময় নষ্ট করেন না!'

ভাইয়েরা বলল, 'আল্লাহর কসম! তুমি আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। আর আমরা অবশ্যই অপরাধী।'

ইউসুফ আলাইহিস সালাম চাইলেই ভাইদের কঠিন শাস্তি দিতে পারতেন। প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু এমন কিছুই করলেন না তিনি। শুধু বললেন, 'তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু!' এ কথা শুনে খুশি হলো ভাইয়েরা। এ যে অপূর্ব ক্ষমা! এই ক্ষমার কারণে হিংসা দূর হয়ে গেল ভাইদের মন থেকে।

এরপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার ভাইদের বললেন, 'আমার এই জামাটি নিয়ে যাও। এটা আমার পিতার মুখের ওপর রাখবে। তাহলে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর পরিবারের সবাইকে নিয়ে চলে আসবে আমার কাছে।'

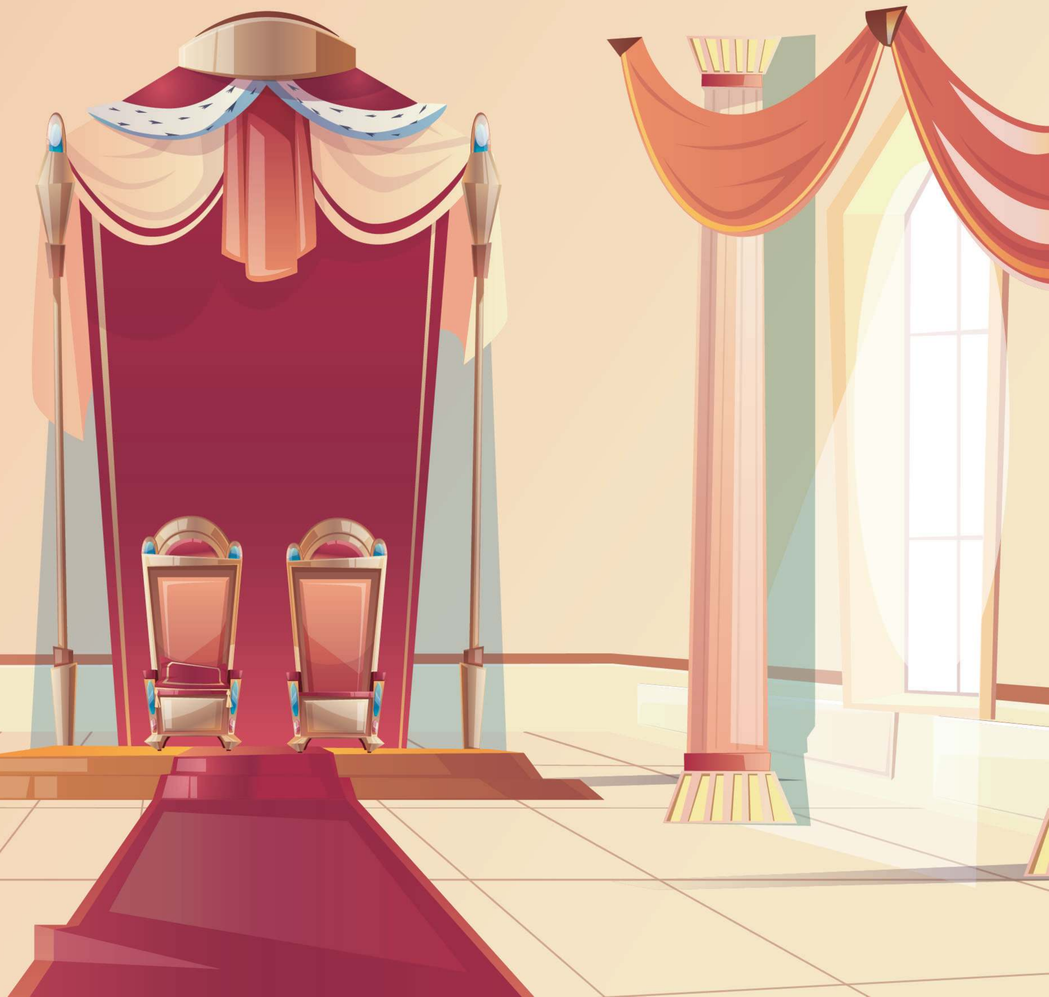

ছোটদের নবি রাসুল সিরিজ ০৪

মুসা

দিলেন সাগর পাড়ি

হোসাইন-এ-তানভীর

হারুন

সুন্দর ছিল যার ভাষা

সত্যায়ন™
প্রকাশন

দুশমনের ঘরে এলেন তিনি ২

ফিরআউনের সৈন্যরা প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিত। কোনো ছেলে-শিশু জন্মালেই তাকে হত্যা করত। একটুও দয়া ছিল না ওদের মনে। এমনই এক বছর জন্ম নিলেন মুসা আলাইহিস সালাম। মুসার মা খুব ভয় পাচ্ছিলেন। যদি ফিরআউনের সৈন্যরা জেনে যায়, তা হলে তো এখনই তারা হত্যা করবে শিশু-মুসাকে!

এমন সময় মুসা আলাইহিস সালাম-এর মায়ের অন্তরে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, '...বিপদ দেখলে মুসাকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ো। ভয় করো না, দুঃখও পেয়ো না। আমি অবশ্যই ওকে ফিরিয়ে দেবো তোমার কাছে। আর তাকে একজন রাসূল বানাব!'

কিন্তু নদীতে ভাসিয়ে দিলে তো ডুবে মরবে মুসা! তবুও আল্লাহর কথার ওপরেই ভরসা করলেন মুসার মা। একটি কাঠের বাক্সে ভরে ভাসিয়ে দিলেন শিশু-মুসাকে। পানিতে ভাসতে ভাসতে বাক্সটি চলে গেল বহুদূর।

অস্থির হয়ে উঠল মুসা আলাইহিস সালাম-এর মায়ের অন্তর। তিনি মুসার বোনকে বললেন, 'তুমি বাক্সটির পেছনে পেছনে যাও। আর গোপনে খবর নিয়ে এসো।' মুসার বোন তা-ই করতে লাগলেন।

মিসরের লোকজন বাস করত নীল নদের তীরে। ফিরআউনের প্রাসাদও ছিল নীল নদের তীরে। বাক্সটি সেদিকেই চলতে লাগল! একসময় বাক্সটি গিয়ে ভিড়ল ফিরআউনের ঘাটে! তখন সেখানে ফিরআউনের স্ত্রী ও তার দাসীরা আনন্দ করছিল। হঠাৎ একটি বাক্স দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল একজন দাসী। বাক্সটি খুলতেই দেখল, এ যে এক ফুটফুটে শিশু! দ্রুত শিশুটিকে নিয়ে এল ফিরআউনের স্ত্রীর কাছে।

ঈমানের কারণে মৃত্যুদণ্ড ৬

একদিন ফিরআউনের মেয়ের চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল এক দাসী। হঠাৎ দাসীর হাত থেকে চিরুনিটা পড়ে গেল। চিরুনি ওঠানোর সময় দাসী বলল, 'বিসমিল্লাহ!'

এ কথা শুনে ফিরআউনের মেয়ে বলল, 'তুমি কি আমার পিতার নাম বললে?'

দাসী বলল, 'না! আমি আল্লাহর নাম বলেছি। যিনি আমার রব, তোমার পিতারও রব!'

মেয়েটা এই কথা জানিয়ে দিলো ফিরআউনকে। ফিরআউন গ্রেফতার করে আনল দাসীকে। ফিরআউন বলল, 'তুমি কি আমার বদলে অন্য কাউকে রব মানো? দাসী বলল, 'হ্যাঁ! আমার ও তোমার রব হলেন আল্লাহ!'

এরপর ফিরআউন তাকে ঈমান ছাড়তে বলল। কিন্তু দাসী ঈমান ছাড়ল না। তখন ফিরআউন একটি বিশাল পাত্র নিয়ে এল। পাত্রটা ছিল তামার তৈরি। সেটায় তেল গরম করা হলো। এরপর দাসী ও তার সন্তানদের সেই পাত্রে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দিলো ফিরআউন। এক এক করে পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল দাসীর সন্তানদের! সবশেষে আনা হলো দাসীর ছোট্ট শিশু-সন্তানকে। সে ছিল দুধের শিশু। তার দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে গেল দাসীটি। তবে কি সন্তানের মায়ায় সে ঈমান ছেড়ে দেবে?

এমন সময় ঘটল এক কারামাত। দুধের শিশুর মুখে কথা ফুটে উঠল! শিশুটি বলল, 'আম্মু! ঘাবড়াবেন না। আপনি এগিয়ে যান। আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি কিছুই না!' এরপর দাসীটি এগিয়ে গেল উত্তপ্ত কড়াইয়ের দিকে। আর সে শহীদ হয়ে গেল। তবুও ঈমান ছাড়ল না।

বন্ধুরা! ঈমান নিয়ে মরতে পারাই আসল সফলতা। তাই ফিরআউনের অত্যাচারেও ঈমান ছাড়ল না দাসীটি।

ঘটনাটি তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৮/১৭২ অনুসারে সাজানো হয়েছে।

মুসা আলাইহিস সালাম যখন তূর পাহাড়ে গেলেন, তখনকার ঘটনা। বনী ইসরাঈলের লোকদের কাছে স্বর্ণের কিছু অলংকার ছিল। সেগুলো ছিল মিসরীয়দের। ফিরআউনের বাহিনী ধ্বংস হওয়ার পর সেগুলোর মালিক হয়ে যায় বনী ইসরাঈল। কিন্তু এই অলংকার দিয়ে ওরা কী করবে তা বুঝতে পারছিল না। তখন সামিরি নামের এক ইসরাঈলি লোক বলল, 'ওগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলো।' ওরা তা-ই করল। এরপর সামিরি সেই অলংকার দিয়ে স্বর্ণের একটি বাছুর বানাল। বাছুরটির সামনে-পেছনে ছিদ্র করল। এর ভেতরটা ছিল ফাঁপা। তাই বাতাস ঢুকলে বাছুরের পেট থেকে বোঁ-বোঁ শব্দ হতো! শুনলে মনে হতো, যেন বাছুরটি ডাকছে! তখন সামিরি বলল, 'এটাই তো তোমাদের রব! এটা মুসারও রব!' এ কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে গেল বনী ইসরাঈল! বোঁ-বোঁ শব্দ শুনে বাছুরের মূর্তির পূজা শুরু করল ওরা!

তূর পাহাড় থেকে ফিরে এসে মুসা এসব দেখে বনী ইসরাঈলকে বললেন, 'এইটুকু সময় তোমরা ধৈর্য রাখতে পারলে না? তোমাদের রব কি এই প্রতিশ্রুতি দেননি, তোমাদেরকে আসমানি কিতাব দেওয়া হবে?'

ওরা এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারল না।

এরপর মুসা গেলেন হারুন আলাইহিস সালাম-এর কাছে। কারণ হারুন আলাইহিস সালাম-এর ওপর মুসা দায়িত্ব দিয়েছিলেন—বনী ইসরাঈলকে দেখে রাখার। রাগান্বিত মুসা তার ভাই হারুনের দাড়ি ধরে টানতে লাগলেন। আরেক হাতে ধরলেন হারুনের চুল। মুসা বললেন, 'তুমি কিছু করলে না কেন?'

হারুন বললেন, 'আমি ওদেরকে সাবধান করেছি। কিন্তু ওরা আমার কথা শোনেনি। এমনকি আমাকে দুর্বল মনে করে হত্যাও করতে চেয়েছিল। ওরা বলেছে, মুসা না আসা পর্যন্ত আমরা বাছুর-পূজা থামাব না!'

এ কথা শুনে হারুনকে ছেড়ে দিলেন মুসা। তিনি বুঝতে পারলেন, হারুন সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। তখন মুসা তাওরাতের ফলকগুলো উঠিয়ে নিলেন। আর দুআ করে বললেন, 'আল্লাহ! তুমি আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করে দাও!'

সবশেষে মুসা আলাইহিস সালাম গেলেন নাটের-গুরু সামিরির কাছে। তাকে বললেন, 'সামিরি! তোমার সমস্যা কী?' সামিরি বলল, 'ফিরআউনকে ডুবিয়ে মারার সময় ফেরেশতা জিবরীল এসেছিলেন ঘোড়ায় করে। যেখানে সেই ঘোড়ার পা পড়ছিল, সেখানেই ঘাস জন্মাচ্ছিল। সেখান থেকে একমুঠো মাটি নিয়ে এসেছি আমি। আর ছুড়ে মেরেছি মূর্তিটার গায়ে।'

ওই মাটি ছুড়ে মারলে বাছুরটা আওয়াজ করত। আর এটা দেখেই বনী ইসরাঈল বাছুরের পূজা শুরু করল! অথচ ভেবে দেখল না, এই মূর্তিটা একটা জড়বস্তু মাত্র!

মুসা আলাইহিস সালাম সামিরিকে শাস্তি দিলেন। তাকে আজীবনের জন্য তাড়িয়ে দিলেন। আর সেই বাছুরের মূর্তিটাকে আগুনে জ্বালিয়ে দিলেন। মূর্তিটা ভেঙে চুরমার করে ছুড়ে ফেললেন সাগরে।

এবার বনী ইসরাঈলের পালা। ওদেরকেও শাস্তি পেতে হবে। কারণ বাছুর-পূজা করে তারা শিরক করেছে। শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ। তাওবা ছাড়া এটা মাফ হয় না। তাই আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, যারা বাছুর-পূজা করেনি, তারা বাছুর-পূজারিদের হত্যা করবে। এ ছাড়া তাদের মাফ নেই! এটাই হবে তাদের তাওবা।

এরপর একদিন বনী ইসরাঈলের সবাই জড়ো হলো এক জায়গায়। ঘন কালো মেঘ এসে ঢেকে দিল জায়গাটা। তখন ছুরি-চাকু-তলোয়ার বের করে ওদের একদল আরেকদলকে হত্যা করতে লাগল! একদিনেই নিহত হলো ৭০ হাজার লোক! এটাই ছিল বাছুর-পূজার শাস্তি। শিরকের গুনাহ এতটাই মারাত্মক। তাই এর শাস্তিও অনেক কঠিন। এভাবেই আল্লাহ তাআলা কবুল করলেন ওদের তাওবা।

ঘটনাটি সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৪২-১৫৪; সূরা ত্ব-হা, ২০ : ৮০-৯৮ এবং তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১/১৬৪ অনুসারে সাজানো হয়েছে।

ছোটদের নবি রাসুল ০৫ সিরিজ

সুলাইমান
বুঝতেন সবার ভাষা

হোসাইন-এ-তানভীর

দাউদ
সঠিক বিচার করতেন যিনি

আইয়ুব
কঠিন রোগেও করলেন সবর

ইলইয়াস
আগুনের কারণে
কুরবানি কবুল

ইউশা
যার ইশারায় থামল সূর্য

ইউনুস
ইউনুস গেলেন
মাছের পেটে

আল-ইয়াসা
তারকার চেয়েও সেরা তিনি

যুল-কিফল
যিনি ছিলেন ইবাদাতগুজার

সত্যায়ন™
প্রকাশন

পাখির ডানা দিলো ছায়া ৫

দাউদ ﷺ ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান মানুষ। তিনি ঘরের বাইরে গেলে দরজা বন্ধ করে যেতেন। যেন তার ঘরে অন্য কেউ ঢুকতে না পারে। একদিন দাউদ ঘরের বাইরে গেলেন। একটু পর তার স্ত্রী উঁকি দিয়ে দেখেন, দাউদের ঘরে একজন অচেনা পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে! তালাবদ্ধ ঘরে এই লোকটা ঢুকল কীভাবে! তিনি দারোয়ানের কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। দারোয়ান কিছুই বলতে পারল না।

এমন সময় সেখানে এলেন দাউদ। তিনি বললেন, 'কে তুমি? এই ঘরে ঢুকলে কীভাবে?' লোকটি বলল, 'আমি কোনো রাজা-বাদশাহর পরোয়া করি না। কোনো দেওয়ালই আমাকে আটকাতে পারে না!'

এ কথা শুনেই দাউদ বুঝে ফেললেন, এই ব্যক্তি হলেন মৃত্যুর ফেরেশতা! দাউদ বললেন, 'আপনাকে স্বাগতম! আল্লাহর নির্দেশ পালন করুন!' এরপর দাউদ ﷺ মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি মোট একশ বছর আয়ু পেয়েছিলেন।

দাউদ ﷺ -এর দাফন-কাফনের সময় পাখিরা এসে ভিড় করল। সেদিন অনেক রোদ উঠেছিল। গরমে বেশ কষ্ট হচ্ছিল সবার। এ অবস্থা দেখে দাউদের পুত্র সুলাইমান ﷺ পাখিদের বললেন, 'তোমরা সবার ওপর ছায়া দাও।' তখন পাখিরা তাদের ডানা মেলে ধরল। সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই থাকল। এরপর সুলাইমান বললেন, 'এবার ডানা গুটিয়ে নাও।'

সেদিন সবচেয়ে বেশি ছায়া দিয়েছিল দীর্ঘ ডানাওয়ালা বাজপাখি।

ঘটনাটি ইবনু কাসীর-এর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩২১-৩২২ অনুসারে সাজানো হয়েছে।

পিঁপড়ার কথায় মুচকি হাসলেন ৮

একদিন সুলাইমান ﷺ যুদ্ধে যাচ্ছিলেন তার বাহিনী নিয়ে। সেই বাহিনীতে ছিল মানুষ, জিন, পশুপাখি-সহ আরও অনেকে। চলতে চলতে একটি উপত্যকার সামনে এলেন তারা। সেখানে বাস করত অনেক পিঁপড়া। একটি পিঁপড়া দূর থেকে দেখল সুলাইমানের বাহিনীকে। মুহূর্তেই সে ছুটে গেল অন্য পিঁপড়াদের কাছে। তাদেরকে বলতে লাগল, 'ওহে পিঁপড়ার দল! তোমরা নিজেদের ঘরে ঢুকে যাও। নইলে সুলাইমানের বাহিনী তোমাদের পিষে ফেলবে।'

ছোট্ট পিঁপড়ার কথাটি শুনে ফেললেন সুলাইমান! তিনি পশু-পাখি ও কীটপতঙ্গের ভাষা বুঝতেন। আল্লাহই তাকে এই ক্ষমতা দিয়েছিলেন। পিঁপড়ার কথা শুনে সুলাইমান মুচকি হাসলেন। আর আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করলেন।

সুলাইমান বললেন, 'আল্লাহ! তুমি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে যে অনুগ্রহ দিয়েছ, তার শুকরিয়া আদায়ের সামর্থ্য দাও। আমাকে দিয়ে এমন কাজ করাও, যা তুমি পছন্দ করো। আর আমাকে তোমার নেক বান্দা বানিয়ে দাও।'

বন্ধুরা! সুলাইমান ﷺ -এর মতো শক্তিশালী বাদশাহও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। অহংকার করতেন না। তিনিও কখনো কখনো তালপাতা দিয়ে ঝুড়ি বানাতেন। তাই আমাদেরও উচিত প্রতিটি নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। কখনো অহংকার না করা।

ঘটনাটি সূরা নাম্‌ল, ২৭ : ১৭-১৯ নং আয়াত অবলম্বনে সাজানো হয়েছে।

মৃত্যুর পরেও সিংহাসনে!

১০

সুলাইমান ﷺ থাকতেন জেরুজালেমে। এখানেই আছে মসজিদে আকসা। সুলাইমান ﷺ মসজিদটি মেরামত করলেন। এর সীমানা বড় করলেন। আর এই কাজ করালেন জিনদের দিয়ে!

জিনেরা কঠোর পরিশ্রম করে বানাতে লাগল মসজিদ। আর সুলাইমান সিংহাসনে বসে দেখতে লাগলেন তাদের কাজ। মসজিদ বানানোর সময় তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, 'যে ব্যক্তি মসজিদে আকসায় সালাত আদায় করতে আসবে, তাকে যেন পুরোপুরি নিষ্পাপ করে দেওয়া হয়। যেন সে এইমাত্র জন্মেছে মায়ের গর্ভ থেকে!' আল্লাহ এই দুআ কবুল করলেন।

সুলাইমানের মৃত্যুর সময় চলে এল। কিন্তু জিনেরা যদি টের পায়, সুলাইমান মারা গেছেন, তাহলে বাকি কাজটুকু ওরা শেষ করবে না। তাই সুলাইমান একটি বুদ্ধি খাটালেন। তিনি এমনভাবে লাঠিতে ভর দিয়ে বসলেন, যেন মৃত্যু হলেও তার দেহটা বসে থাকে সিংহাসনে।

এই অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেল। মৃত্যুর পরও তিনি সিংহাসনে বসে রইলেন লাঠিতে ভর দিয়ে। এই দৃশ্য দেখে জিনেরা ভাবত, 'সুলাইমান আমাদের কাজ দেখছেন।' তাই ওরা কাজ চালিয়ে গেল।

একসময় উইপোকা এসে খেয়ে ফেলতে লাগল সুলাইমানের লাঠি। ভেঙে গেল লাঠিটা। মাটিতে পড়ে গেল সুলাইমান ﷺ-এর দেহ। এবার জিন-শয়তানরা বুঝতে পারল, সুলাইমান তো বহু আগেই মারা গেছেন! এই ঘটনার আগ পর্যন্ত তারা মোটেও জানত না এই খবর।

বন্ধুরা! একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েবের খবর জানে না। তাই জিনেরা জানতে পারেনি সুলাইমান ﷺ-এর মৃত্যুর খবর। আল্লাহ বলেছেন, 'যদি জিনদের কাছে এই বিষয়ের জ্ঞান থাকত, তা হলে ওদেরকে এতকাল লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হতো না।'

গল্পটি সূরা সাবা, ৩৪ : ১৩-১৪; নাসাঈ, ৬৯৩ এবং তাফসীরে কুরতুবি, ১৪/২৭৮-২৮২ অবলম্বনে সাজানো হয়েছে।

ইউনুস

বন্দি হলেন মাছের পেটে

১২

অনেক দিন আগের কথা। ইরাকের নিনোভা শহরে বাস করতেন এক নবি। তার নাম ইউনুস ﷺ। তিনি তার জাতিকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন। কিন্তু ওরা সাড়া দিলো না তার ডাকে। বরং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল তাকে নিয়ে। এসব দেখে বিরক্ত হয়ে গেলেন ইউনুস। ভীষণ রাগ করলেন তিনি।

'তিন দিন পর তোমাদের ওপর আযাব আসবে'—এ কথা বলে চলে যেতে লাগলেন তিনি!

ইউনুস ﷺ ভাবলেন, এই অবাধ্য জাতিকে ছেড়ে বহুদূর চলে যাবেন। তাই সাগরের তীরে এসে একটি নৌকায় উঠলেন। যাত্রীদের নিয়ে চলতে লাগল নৌকাটি। একটু পর সাগরে ঝড় উঠল। আকাশে জমল কালো মেঘ। সমুদ্রে উঠল বিশাল বিশাল ঢেউ। ডুবে যেতে লাগল নৌকাটি!

বাঁচার জন্য যাত্রীরা নৌকার বোঝা কমাতে লাগল। তাদের মালপত্র সব ফেলে দিলো সাগরে। তবুও নৌকার বোঝা কমছিল না। তখন ওরা সিদ্ধান্ত নিল, কোনো একজন যাত্রীকে ফেলে দিয়ে হলেও বোঝা কমাতে হবে!

কিন্তু কাকে ফেলবে পানিতে! কেউ-ই এতে রাজি হচ্ছিল না। অবশেষে ঠিক হলো, লটারিতে যার নাম উঠবে তাকেই ফেলা হবে পানিতে। পরপর তিন বার লটারি করা হলো। প্রতিবারেই নাম উঠল ইউনুস ﷺ -এর!

ছোটদের নবি রাসুল ০৬ সিরিজ

ঈসা
উঠলেন আসমানে

হোসাইন-এ-তানভীর

যাকারিয়া

কাজ করতেন কুঠার দিয়ে

ইয়াহ্ইয়া

শৈশব থেকেই জ্ঞানী যিনি

মুহাম্মাদ

কুরআন পেয়ে সবার সেরা

সত্যায়ন™
প্রকাশন

বৃদ্ধ বয়সে হলেন বাবা ২

ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলেন মারইয়াম। তিনি সব সময় আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগি করতেন। ইবাদাত করার জন্য তার ছিল আলাদা কক্ষ। একদিন সেখানে গিয়ে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম দেখেন, ফল খাচ্ছেন মারইয়াম। অথচ তখন সেই ফলের মৌসুম ছিল না!

যাকারিয়া জানতে চাইলেন, 'মারইয়াম! কোত্থেকে এল এই ফল?'

মারইয়াম বললেন, 'এগুলো এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বেহিসাব রিয্ক দেন!'

'আল্লাহই আমাদের রিয্কদাতা'—কথাটি শুনে চমকে উঠলেন যাকারিয়া! সত্যিই তো! আল্লাহর মতো মহান দাতা আর কেউ নেই। তিনি চাইলে যেকোনো কিছুই দান করতে পারেন।

যাকারিয়া ভাবলেন, আল্লাহ যদি মারইয়ামকে মৌসুম ছাড়াই ফল খাওয়াতে পারেন, তাহলে আমাকে সন্তান দিতে পারবেন না কেন! এই ভেবে তিনি দুআ করলেন, 'আল্লাহ! আপনি আমাকে একটি নেক-সন্তান দিন আপনার পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আপনি দুআ শোনেন।'

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর বংশধর। এই বংশে অনেক নবি-রাসূল এসেছে। কিন্তু যাকারিয়া ছিলেন নিঃসন্তান ও বৃদ্ধ। এজন্য তিনি ভাবতেন, তার মৃত্যুর পর কে বনী ইসরাঈলকে ডাকবে আল্লাহর দিকে! তাই যাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে এমন সন্তান চাইলেন, যাকে নবি বানানো হবে।

যেমন ছিলেন ঈসা আলাইহিস সালাম ৫

ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন খুবই সুদর্শন।

তার গায়ের রং ছিল সাদা ও লাল বর্ণের মাঝামাঝি। চুল ছিল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। চুলগুলো একেবারে সোজা নয়, আবার কোঁকড়াও নয়, বরং ছিল মাঝামাঝি। দেখে মনে হতো চুলগুলো ভেজা। অথচ সেগুলো শুকনোই থাকত। তার শরীর ছিল সুগঠিত। কাঁধ ছিল চওড়া, উচ্চতা ছিল মাঝারি।

ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর এক বিনয়ী বান্দা। দুনিয়ার প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না তার। তিনি ছিলেন অবিবাহিত। তিনি মাটিতে ঘুমাতেন। কোনো চাদর গায়ে দিতেন না। অনেক সময় খালি পায়ে থাকতেন। মোটা পশমের জামা পড়তেন। জীবিকা উপার্জন করতেন তার মায়ের চরকা দিয়ে। আখিরাতের কথা স্মরণ হলেই চিৎকার দিয়ে উঠতেন। আর শিশুর মতো কাঁদতেন!

ঈসা আলাইহিস সালাম নুবুওয়াত পান তিরিশ বছর বয়সে। আল্লাহ তাকে ইনজীল কিতাব দেন। এরপর থেকে দিনরাত মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে থাকেন ঈসা আলাইহিস সালাম। শামের এক এলাকা থেকে আরেক এলাকা সফর করতে থাকেন তিনি। এতে তার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। চেহারা হলুদ হয়ে যায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শুকনো থাকত তার ঠোঁট দুটো।

ঈসা ﷺ বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমার ও তোমাদের রব আল্লাহ। কাজেই তোমরা তাঁর ইবাদাত করো, এটাই সরল পথ।'

তিনি আরও বললেন, 'আমি এসেছি তাওরাত কিতাবের সত্যায়ন করতে, আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এমন কিছু বিষয় বৈধ করতে...'

কিন্তু বনী ইসরাঈলের ইহুদিরা এসব কথা শুনল না। ওরা ঈমান আনল না। আল্লাহর বদলে ওরা মানতে লাগল সমাজের নেতা এবং ধর্মীয় লোকদের।

তখন বনী ইসরাঈল বাস করত সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লেবানন ও জর্ডানে। এই গোটা এলাকার নাম শাম। তখন শাম শাসন করত রোমানরা। ওরা ছিল মুশরিক। ওদের সাথে তাল মিলিয়ে কুফরি করতে লাগল বনী ইসরাঈল।

তাই ঈসা ﷺ ওই এলাকা ছেড়ে সফর করতে লাগলেন আরেক এলাকায়। আর দাওয়াত দিতে লাগলেন বনী ইসরাঈলকে। এজন্যই তাকে বলা হয় ঈসা-মাসীহ। 'মাসীহ' মানে যিনি অনেক সফর করেন। 'মাসীহ' শব্দের আরেক অর্থ: যার স্পর্শে রোগ ভালো হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে।

আলোচনাটি বুখারি, ৩২৩৯, ৩৪৩৭-৩৮, ৬৯৯৯ এবং সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৫০-৫১ নং আয়াত অনুসারে সাজানো হয়েছে।

আবার আসবেন এই দুনিয়ায় ৯

কিয়ামাতের আগে একটা ভণ্ডলোক আসবে দুনিয়াতে। বিভিন্ন অলৌকিক কাজ করে মানুষকে ধোঁকা দেবে সে। তার নাম দাজ্জাল। দাজ্জালের চুল হবে ঘন কোঁকড়া, কপাল হবে চওড়া। সে হবে খাটো। তার এক চোখ কানা, আরেক চোখ হবে আঙুরের মতো ফোলা। দাজ্জালের কপালে লেখা থাকবে 'কাফির'! ঈমানদার ছাড়া কেউ পড়তে পারবে না সেই লেখা। দাজ্জাল হবে দুনিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ফিতনা। সে মানুষকে ঈমানহারা করতে থাকবে। সারা দুনিয়াতে রাজত্ব করবে। আর জুলুম-অত্যাচার করতে থাকবে।

দাজ্জাল প্রথমে নিজেকে 'মাসীহ' বা ঈসা দাবি করবে। এরপর সরাসরি 'আল্লাহ' দাবি করবে নিজেকে!

এই দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে মুসলিমরা। তখন মুসলিমদের নেতা হবেন আল-মাহদি। তিনি মুসলিমদের নিয়ে চলে যাবেন ফিলিস্তিনে। তারা ফজর বা আসরের সালাতের জামাআতে দাঁড়াবেন মসজিদে আকসায়। ইকামাত দেওয়া হবে। এমন সময় সেখানে আসবেন ঈসা ইবনু মারইয়াম।

ঈসা ﷺ প্রথমে আসবেন দামেশকের এক মসজিদের সাদা মিনারে। দুইজন ফেরেশতার কাঁধে ভর দিয়ে নামবেন তিনি আসমান থেকে। এরপর যাবেন ফিলিস্তিনের আল-আকসা মসজিদে।

ঈসাকে দেখেই চিনে ফেলবেন মুসলিমদের ইমাম। তিনি অনুরোধ করবেন, যেন ঈসা সালাতের ইমামতি করেন। কিন্তু এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবেন ঈসা। কারণ ঈসা নবি হিসেবে আসবেন না। তিনি আসবেন মুহাম্মাদ ﷺ -এর একজন উম্মত হিসেবে। তাই তিনি ইমাম আল-মাহদির পেছনে সালাত পড়বেন। তিনি যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন, মুহাম্মাদ ﷺ -এর শরীয়তের অনুসরণ করবেন।